যুগান্তর

তারিখ ..12.6.AUG.2015...
পৃষ্ঠা ..৪.... কলাম....৯......

প্রাথমিকের বই নিয়ে সংকট

শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে

এক সময় শিক্ষা নিয়ে একটি জনপ্রিয় স্লোগান ছিল— 'শিক্ষা সুযোগ নয়, শিক্ষা অধিকার'। বর্তমানে এ স্লোগান আর শোনা যায় না, কারণ শিক্ষা আর 'অধিকারে'র জায়গায় নেই; চলে গেছে 'সুযোগে'র খাতায়। আর সেই সুযোগও 'দশচক্রে ভগবান ভূতে' পরিণত হওয়ার মতো পরিণত হয়েছে রীতিমতো 'দুর্যোগে'। 'দুর্যোগে'র এ ঘনঘটায় থমকে আছে আগামী বছরের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের নতুন বইয়ের ভাগ্য।

'বিশ্বব্যাংক ও মুদ্রাকররা বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়ে বসে আছে। এনসিটিবি হচ্ছে মরিচ। এ পাটা-পুতার ঘষাঘষিতে মরিচের অবস্থা নাজুক।' জনৈক এনসিটিবি কর্মকর্তা বর্ণিত এই সমস্যার সমাধানের ওপর নির্ভর করছে আগামী ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছবে কি-না তা। স্মরণ করা প্রয়োজন, এর আগে সময়মতো বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য এনসিটিবি প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে বই ছাপিয়ে আনার ব্যবস্থা নেয়। গত কয়েক বছরে ভারত থেকেই প্রতিযোগিতামূলক দামে যথাসময়ে বই ছাপিয়ে আনা গেছে। এতে শিক্ষার্থীরা যথাসময়ে হাতে বই পেয়েছে বটে; কিন্তু কাজের অভাবে লোকসানে পড়েছে দেশের মুদ্রণ শিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলো এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকরা। ফলে দেশের বিকাশমান মুদ্রণ শিল্প পড়েছে অস্তিত্ব সংকটে। এ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা নিজেদের সেই ক্ষতি উপলব্ধি করে এবার প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডারে অংশ নিয়ে সরকার প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩০ কোটি টাকার বই ২২১ কোটি টাকায়, অর্থাৎ ১০৯ কোটি টাকা কম দরে ছাপিয়ে দেয়ার শর্তে কাজ পেয়েছে। কিন্তু এই দরে তারা মানসম্মত বই ছাপাতে পারবে না বলে ধারণা করছে দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক। তাই তারা কিছু শর্তারোপ করেছে টেন্ডার দলিলের বাইরে। দেশীয় মুদ্রাকররা সেসব শর্ত মানতে নারাজ। ফলে তৈরি হয়েছে দ্বন্দ্ব। অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বই ছাপা এবং শিক্ষার্থীদের হাতে তা যথাসময়ে পৌঁছানোর কাজ। এ পরিস্থিতিকে শিক্ষার 'দুর্যোগ' বলেই প্রতিভাত হচ্ছে আমাদের কাছে। এনসিটিবির কর্মকর্তারা দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক এবং দেশীয় মুদ্রাকরদের মাঝখানে কেবল নিজেদের 'মরিচ' বলে বর্ণনা করলেও দেশের যে কোনো সচেতন মানুষ বুঝতে পারছেন, গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই মরিচের দশায় পতিত হয়েছে। এ অবস্থা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আমরা মনে করি, দেশীয় শিল্পের অস্তিত্বের স্বার্থে পাঠ্যবই দেশেই ছাপার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে দেশীয় মুদ্রাকরদের এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তারা যেমন কম দরে বই ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়ে সদিচ্ছার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি যেন সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করে তাদের সেই সদিচ্ছার প্রমাণ দেন। বই মুদ্রণ যেন কেবল তাদের 'মুনাফা' অর্জনের হাতিয়ার না হয়। তারা যথাসময়ে শিশুদের হাতে বই তুলে দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে সক্ষম হবেন, এটাই কাম্য।